৪ অগাস্ট ২০২৬

মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৬ এর বিষয়ে অধিকার এর উদ্বেগ

গতকাল ৩ অগাস্ট মন্ত্রীসভা গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৬ অনুমোদন করেছে। এই আইনের ১৪ ধারা অনুযায়ী শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ করলে, সেই অভিযোগের তদন্তের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে পুলিশকে। অথচ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় দৃঢ়ভাবে বলা যায়, অভিযুক্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ থাকলে পুলিশের তদন্ত কখনোই নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবে না এবং পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ফলে শৃঙ্খলা বাহিনী দায়মুক্তি ভোগ করবে। অন্যদিকে এই আইনের ২১ ধারা অনুযায়ী তদন্তের ভিত্তিতে অভিযোগটি আদালতে মিথ্যা বিবেচিত হলে অভিযোগকারীর ৫ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড হতে পারে। ফলে তা বিচারহীনতার পথকে আরো প্রশস্ত করবে এবং ভুক্তভোগী ও তাঁদের পরিবারকে বিপদগ্রস্ত করে তুলবে।

উল্লেখ্য, পতিত ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার আমলে পুলিশ গুমের ঘটনায় ভিকটিম পরিবারের জিডি পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। এমনকি হাসিনা সরকারের পতনের দুই বছর পর বর্তমান সরকারের আমলে মিরাজ শেখ নামে যে ব্যক্তিকে গুম করা হয়েছে, তার পরিবার এই ঘটনায় জিডি করতে গেলে পুলিশ মিরাজ শেখের গুমের ঘটনায় জিডি গ্রহণ না করে পরিবারকে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগে জিডি করতে বাধ্য করে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি করা গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫ এ এই ধরনের মামলার তদন্তের দায়িত্ব জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে বর্তমান সরকারের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের অনেকেই গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছিলেন। অথচ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫ জাতীয় সংসদে উত্থাপন না করায় তা বাতিল হয়ে যায়। এরপর সরকার খসড়া গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৬ মন্ত্রীসভায় অনুমোদন করলো। ফলে এই দুর্বল আইনটির ব্যাপারে গুমের শিকার ব্যক্তি, পরিবার এবং মানবাধিকারকর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

অধিকার মনে করে, গুমের অভিযোগ তদন্ত করার ক্ষমতা স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অথবা গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন গঠন করে তাদের ওপর তদন্তভার ন্যস্ত করে আইনে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। তাই এই আইনটি সংশোধন করে সংসদে পাশ করার জন্য অধিকার সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

বার্তা প্রেরক,
অধিকার টিম

House No. 35, Road No. 117, Gulshan, Dhaka-1212, Bangladesh
Mobile: +880 1335-084080, +880 1711 405 166, E-mail: odhikar.bd@gmail.com, odhikar.documentation@gmail.com, Website: www.odhikar.org